জীবন এখানে যেমন - ১

সিডনীতে স্বাধীনতা দিবস মেলা

বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিলের উদ্যেগে গত ২৫ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওয়ালীপার্ক পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গন দিনভর একটি মেলা উদযাপন হয়। বেলা ১১টা থেকে শুরু হলেও জনস্রোত শুরু হয় দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে। দিনের মধ্যভাগে মৃদুমন্দ হাওয়ায় রবির আলো ছিল ঝলমলে এবং তাপমাত্রা ছিল সহনীয়। খোলা প্রাঙ্গনে ফেরিওয়ালার মতো আধুনিক-ছাপড়ায় বসেছিল অনেক মনোহরী ও খাদ্যের দোকান। নব-উদ্বোধিত ক্যাম্পসীর বাংলাদেশী দোকান 'রঙধনু' সাজিয়েছেন মুদি-দ্রব্যাদির পসরা। ঈশান-বায়ুর পবনে হিন্দোলিত সুবৃহৎ ইউকেলিপটাস গাছের ছায়ায় সারি বাঁধা ধবল ত্রেপল ছাউনির দোকানগুলো দেখতে অপুর্ব লেগেছিল। রবির আলোর তৃতিয়াংশে মেলা প্রায় জনারন্যে পরিণত হয়। অচেনা অজানা মুখের নুতন মিলন ও হারানোজনকে মেলাতে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের রেষ লেগেছিল প্রায় সকলের ওষ্ঠাগ্রে। মেলার খোলা মঞ্চটিতে অনর্গল চলছিল নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি। সুন্দর শব্দমালার গাঁথুনি ও প্রাঞ্জল ভাষায় সালেহ ইবনে রসুলে'র নিরবিচ্ছিন্ন ও সাবলীল উপস্থাপনা মঞ্চটি আগত অতিথিদের দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হয়েছিল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের একটি কবিতা ভরাট-কণ্ঠে মুখস্ত আবৃত্তি করে সব্যসাচী সকল দর্শক-শ্রোতার হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। নাসিম হোসাইন, সিরাজুল সালেকীন ও অমিয়া মতিন সহ বেশ কয়েকজনের ধারাবাহিক সংগীত পরিবেশনা ছিল মনে রাখার মতো। তাদের গানের সাথে তবলার খোলে তুখড় হাত চালিয়েছেন শাহজাহান বৈতালিক। নাজমূল খানের মালিকানাধীন শব্দযন্ত্রের গুনমানে মেলা-মঞ্চের শব্দমান নিয়ন্ত্রন ছিল প্রশংসনীয়। আঁধারের কাছাকাছি সময়

বিকেলের জনারন্য মেলা প্রাঙ্গন

মেলামঞ্চে কবিতা আবৃত্তি করছেন সব্যসাচী

থেকে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে উঠে। ঝিরি ঝিরি হাওয়ার সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল অনেকটা বিরক্তিকর। টাপুর টুপুর জল পড়তে শুরু হলেই সাজ করে আসা বঙ্গললনারা ফুলেল খোঁপা ওড়নায় চেপে চালের নীচে আশ্রয় নিতে ভোঁদৌড়, আর যে সকল বঙ্গসন্তানদের ক্ষরাপিড়ীত কেশহীন শির তেলতেলে বেলাবরন হয়েছিল তাদের ধু-ধু মাথায় বৃষ্টি ফোটা পতন শব্দ কান পেতে শোনা যাচ্ছিল টিনের চালে শিলাপাতের মতো। 'এই আসে এই যায়' করে আকাশী ঝরনা সেদিন বড় বেশ জ্বালিয়েছিল। তবুও মেলায় প্রবাহিত জনস্রোতকে রহিত করতে পারেনি কোন বাধা। বিকেল ৬টার মধ্যে স্কুল প্রাঙ্গনে ধাক্কাহীন নিভৃতে দু-পায়ে দাঁড়ানো ছিল প্রায় অসম্ভব। আগত অতিথি ও দর্শকদের সুবিধার্থে মেলা কমিটি স্কুল অংগনের ঠিক মধ্যভাগে একটি অনুসন্ধান ছাউনি স্থাপন করার মতো একটি ব্যতিক্রমধর্মি কাজ এবার করেছিল। পুরো সময়টিতে মেলা কমিটির কর্মকর্তা জনাব আবদুল ওহাব বকুল, হান্নান ফারুক ও মাসুদ চৌধুরী সহ সকলকে কর্মতৎপর দেখা গিয়েছিল। দলিয় কোন্দল ও দেশী-রাজনীতির বিভেদ উপেক্ষা করে সিডনীর অনেক সমাজকর্মি ও আলোচিত ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা দিবসের এ সার্বজনীন মেলাতে হাসিমুখে জড়ো হয়েছিলেন। মেলা সাঙ অবধি স্বতস্ফুর্তভাবে উপস্থিত থেকে সকলেই মনেপ্রানে উপভোগ করেছিল প্রতিটি মুহুর্তকে।

আজগর আলীম গাইছেন, তবলায় সঙত করছেন জাহিদ

মেলা কমিটি এবার দেশ থেকে মরমী শিল্পী ও পল্লীগীতির জনক আবদুল আলীমে'র পুত্র আজগর আলীমকে এনেছিল মেলায় গান করার জন্যে। রবির আলোতে খোলা মঞ্চে গেয়েছিলেন সিডনীবাসী বাংলাদেশী শিল্পীরা আর রবির পতনে আলো ঝলমলে মঞ্চে উঠে এসেছিলেন শিল্পী আজগর। মুর্হুমুহু করতালীতে দর্শক শ্রোতারা তাকে মঞ্চে স্বাগত জানান। আস্থাহীন বৃষ্টিপাতের কারনে অনুষ্ঠানটি স্কুল অডিটোরিয়ামের ভেতরেই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা দেখে মেলা কমিটি বাধ্য হয়ে স্কুল প্রাঙ্গনের মধ্যখানে টিনের বৃহৎ ছাউনি ঘেঁষা খোলা মঞ্চেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। মাঝে মাঝে উগ্র বাতাস আর ঝটকা আকাশী ঝরনায় দেয়ালহীন ছাউনির

মেলার-সাজে ঝালমুড়ি হাতে বঙ্গললনা

নীচে দর্শকরা জল–ছটায় বিরক্তিকরভাবে হয়েছিল আদ্র। তবুও কেউ একচুল নড়েনি। ঠাঁই বসেছিল আজগরের গান শুনতে। বাবার বর্ণ ও আদলের আজগরকে দেখে অনেক প্রবীণ দর্শকের ভ্রম হয়েছিল, ভেবেছিল স্বয়ং আবদুল আলীমই বুঝি পুনঃথিত হয়ে মঞ্চে এসেছিলেন সেদিন। তার সুকণ্ঠের গায়কি ঢঙ ও গানের শব্দ প্রক্ষেপন ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। মঞ্চ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে শুধু কান পেতে শুনে অবচেতন মনেও সেদিন ধাঁধাঁ লেগেছিল, যেন আবদুল আলীম গাইছিলেন। বিশেষ করে সুরকার ও গীতিকার আবদুল লতিফের লেখা 'সর্বনাশা পদ্মা নদী, তোর কাছে সুধাই - -' গানটির আদি সুর পল্লীর স্মৃতীগাঁথা অনেক শ্রোতার অবচেতন মনকে ঝাপটা-হাওয়ার সেই ঝড়ের রাতে সত্যি পদ্মাপাড়েই নিয়ে গিয়েছিল। একে একে ১৮টি গান গেয়ে আজগর আলীম সকল শ্রোতা-দর্শকদেরকে সেরাতে মুগ্ধ করেছিলেন। তার সাথে এ পল্লীগীত সন্ধ্যায় আদি-অন্ত তবলায় সঙত করেছিলেন সিডনী'র একজন খ্যাতিমান তবলা-বাজিয়ে খন্দকার জাহিদ হাসান। জাহিদ লেখক ও ছড়াকার হিসেবে সিডনীতে ইতিমধ্যে যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছেন। কাগজে হাত চলে ভালো কিন্তু তবলার মসৃন খোলেও সমান দক্ষতায় তার হাত চলে দেখে চেহারা ও নামের সাথে মিলিয়ে অনেক দর্শক-শ্রোতা সেদিন সত্যি আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। শিল্পী আজগরের বিনয়ীভাব ও পিতৃ-স্মৃতি মিশ্রিত উপস্থাপনা সকল সিডনীবাসী দর্শকদের হৃদয়ে সেদিন গভীর দাগ কেটেছিল। রাত প্রায় দশটায় জমজমাট এ পল্লীগীত সন্ধ্যা শেষ হয়। অত্যাধুনিক জীবনের সুবিধাভোগী ও নগর সভ্যতার ব্যাস্ততায় আজগর আলীমের গানের সুরের লহরী যেন ছিল চৈত্রের ক্ষরায় চৌচির ধরনীতে এক পশলা বৃষ্টি। মঞ্চ থেকে নেমে আসার সময় সকল দর্শক শ্রোতা সমস্বরে একটি প্রশ্নই তাকে করেছিল, 'কবে আসবেন আবার সিডনীতে, কবে আমরা আবার আবদুল আলীমের গান শুনতে পাবো?' শিল্পী আজগর তার বিনয়ী হাসিতে নিশব্দে বলে গেলেন 'আপনাদের অফুরন্ত ভালোবাসার ডাক যেদিন আসবে, সেদিন আমি আবার ছুটে আসবো প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃহৎ এ দ্বীপটিতে।'

পল্লীগীত শিল্পী আজগর আলীম

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন কড়চা

সিডনীস্থ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের বিবাদমান দুটি অংশ গত দু'মাসের প্রকাশ্য কলহ ছেড়ে সম্প্রতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হচ্ছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে দু' পক্ষের কয়েকজন কর্মকর্তা কর্ণফুলীকে জানিয়েছে যে অতি সহসা সিডনীর কয়েকজন বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিত্বের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতার মুচলেকা তৈরী করা হচ্ছে। উভয়-পক্ষ ঐ মুচলেকা মোতাবেক এসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচনের দায়-দায়ীত্ব পালন করবে। গত মাসে বিবাদমান দু'পক্ষই হম্বি-তম্বি করে পিঠা-পিঠি দু'দিন সাংবাদিক সন্মেলন বসিয়েছিলেন। নিখুঁত কিছু প্রশ্নের জালে

মূলত উভয় পক্ষ কৌশলগতভাবে আটকা পড়ে যান এবং তাদের অতিত ও বর্তমান কর্মকান্ড নিয়ে দোষ স্বীকার করেছেন। এসোসিয়েশনের সংবিধান আইন লংঘন করা মূলত প্রতিটি নিয়ামক সাংসদের একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল। দুটি প্রেস কন্‌ফারেন্স থেকেই সহজে একটি উপসংহার টানা যায় যে সংগঠন পরিচালনায় কোন পক্ষই ধোয়া-তুলসী ছিলেন না,

রবিবারের বাংলা স্কুলের আধিপত্য দাবি করে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তিযোদ্বা হারুন খান

সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলে সর্বদা আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। এরা দুপক্ষই মুদ্রার এপিট-ওপিট বলে শান্তিপ্রীয় প্রায় সকল প্রবাসী বাংলাদেশী মন্তব্য করেছেন। এ সকল নোংরামী ও 'পরিচিতি বুভুক্ষ' ব্যক্তিদের উপুর্যপরী নেক্কারজনক ঘটনার কারনে মূলত সংগঠনটির অপমৃত্যু ঘটেছিল বহু বছর আগে। সাধারন ও শান্তিপ্রীয় কোন বাংলাদেশী এখন আর বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের নামটি ঘুনাক্ষরেও শ্রদ্ধার সাথে মুখে আনেন না। বর্তমান কোন্দলে মূলত দু'পক্ষই মৃত-লাশ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছেন। অনেকে তিরষ্কার করে বলছেন যে মৃতলাশটি ঠিক মত 'কোরামীন' পেলে হয়ত নড়ে-চড়ে উঠতেও পারে। ভবিষ্যতের আরো কয়েকটি মাস লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে এসোসিয়েশনের লাশ পচা শুরু হলো কিনা।

প্রেস কনফারেন্সে প্রাক্তন সভাপতি (!?!) জনাব শামসুজ্জামান, পাশে বর্তমান আহ্বায়ক গামা আঃ কাদের

এদিকে দু'পক্ষের কর্মকর্তারা গত ২৬ মার্চ সংগঠনের নিয়ন্ত্রানাধীন সাড়ে ছয়জন ছাত্র/ছাত্রি সম্বলিত বাংলা স্কুলটি'র আধিপত্য নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে বেশ তোড়জোড় করে। মোঃ হারুন খান পক্ষকে তুলনা মূলক বেশ উত্তেজিত দেখা গেছে, কিন্তু গামা আবদুল কাদির ও জামান পক্ষ ছিলেন অত্যন্ত ধীর অথচ দৃঢ়।

বাংলাস্কুলের সাড়ে-ছয়জন ছাত্র/ছাত্রি নিয়ে স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস খালেদা আহমেদ

দুপক্ষ থেকে জানা গেছে যে শান্তি স্থাপনের জন্যে বর্তমানে কুটনৈতিকভাবে আভ্যান্তরীন কিছু জটিল কাজের রিপিয়ারিং চলছে। এমতাবস্থায় কর্ণফুলী'র সিদ্ধান্ত নেয়া ভিডিও ফুটেজ এ শান্তি প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে বলে অনেক সুধীজন আশংকা করছেন। আমরা আশা করবো সকল বিভেদ ও মনমালিন্য মুছে দুপক্ষই কাঁধে কাঁধ রেখে পোড়খাওয়া দুর্ভাগা প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে কাজ করে যাবেন। আগামী নির্বাচন যেন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়েও উভয় পক্ষকে আন্ত্মরিক হতে হবে।

আজগর আলীমের সংগীত সন্ধ্যা

আবদুল আলীম পুত্র আজগর আলীম দেশে ফিরে নিজস্ব প্রচেষ্টায় পল্লীগীতের একটি সিডি বের করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার এ আরাধ্য স্বপ্নকে বাস্তবায়ীত করতে স্বতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশী প্রবাসীরা। আজগর কথা দিয়েছেন তার প্রকাশিত সেই গানের সি-ডি টি তিনি সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীদের নামে উৎসর্গ করবেন। তার এ ইচ্ছা পুরনে প্রথমে এগিয়ে আসেন সিরাজুস সালেকীন এবং তারপর পরই অজবাংলা ওয়েবসাইট। ব্যক্তিগত উদ্যেগে রবিন্দ্র সংগীত শিল্পী ও প্রয়াত সুরকার-গীতিকার আবদুল লতিফের পুত্র সিরাজুস সালেকীন গত ২৯ মার্চ তার বাড়িতে আজগর আলীমের একটি ঘরোয়া জলসার আয়োজন করেন। জলসায় আমন্ত্রিত ছিলেন সকলে। প্রায় ৫০ জন শ্রোতার স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে সেদিন জমেছিল প্রায় আড়াই ঘন্টার জলসা। উপস্থিত

ঢাকা বিরিয়ানি হাউজের সংগীত-সন্ধ্যায় আগত শ্রোতাদের একাংশ

সকল শ্রোতার জন্যে রাতের খাওয়া সহ মাথাপিছু ১০ ডলার করে ধার্য করা হলেও উদার হাতের দানে সাহায্যের পরিমান ছিল আশাতীত। তার পরদিন ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার সিডনীর একটি রেস্তোরায় অজবাংলার উদ্যেগে আলাদাভাবে আরেকটি আজগর আলীম-সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণ কর্মদিবস হলেও দ্বিতীয় সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটিতেও শ্রোতা সমাগম ছিল ব্যাপক। সন্ধ্যা ৮টা থেকে টানা দেড় ঘন্টা গান করেছিলেন আজগর আলীম। সে রাতেও তার সাথে তবলায় সঙত করেছিলেন কবি ও লেখক খন্দকার জাহিদ হাসান। শ্রোতাদের জন্যে টিকেটের কোন মূল্যমান নির্ধারন না থাকলেও শিল্পী'র আকাঙ্খা পুরন করতে প্রায় সকলেই হাতখুলে সাহায্য করেছিল। ব্যক্তিভাবে সিডনীর শিল্পী নাসিম হোসাইন, ব্যাবসায়ী ফারুক হান্নান সহ বেশ কয়েকজন প্রবাসী নানাভাবে আজগরকে সাহায্য করেছিলেন। মরমী শিল্পী আবদুল আলীমের পুত্রকে অর্থনৈতীকভাবে সাহায্য করতে কেউ কার্পন্য করেননি। রেঁস্তোরার এ জলসাটি উপস্থাপনা করেছিলেন সালেহ ইবনে রসুল।

কর্ণফুলী'র রিপোর্ট কড়চা